সংবাদ

তারিখ ... 29 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

নকলে সহায়তার দায়ে অধ্যাপকের পদাবনতি

প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের এক শিক্ষককে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে পদাবনতি দিয়ে প্রভাষক করা হয়েছে। এক ছাত্রীকে পরীক্ষার উত্তরপত্রে নিজ হাতে উত্তর লিখে দেয়ার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তার এ পদাবনতি অনুমোদন করেছে। চবি'র ইতিহাসে কোন শিক্ষককে পদাবনতি করার ঘটনা এটাই প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ ঘটনা যুগান্তকারী রেকর্ড হয়ে থাকবে বলে সিন্ডিকেট সদস্যরা মন্তব্য করেছেন গতকাল শনিবার চবি সিন্ডিকেট বৈঠকে এ

নকলে : পৃঃ ২ কঃ ৫

নকলে : সহায়তায়

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়াও এ বৈঠকে চতুর্থ শ্রেণীর এক কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

জানা যায়, বাংলা বিভাগের ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রীর পরীক্ষায় উত্তরপত্র ওই বিভাগের শিক্ষক মিল্টন বিশ্বাস লিখে দেন। পরে ওই ঘটনার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি তাদের রিপোর্টে মিল্টন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়। তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাল সিন্ডিকেট বৈঠকে মিল্টন বিশ্বাসকে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে পদাবনতি করে প্রভাষক করা হয়। এছাড়াও আগামী ১০ বছর মিল্টন বিশ্বাস পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজে অংশ নিতে পারবেন না। এছাড়াও বৈঠকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনকে চাকরিচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সিন্ডিকেট সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ড্রাইভারের স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি দেয়ার নামে নাজিম তাকে কুপ্রস্তাব দেয়। সেই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।